শিক্ষা সংযোগ বিজ্ঞান প্রগতি

আমার স্কুল প্রজেক্ট (এএসপি)

গঠনতন্ত্র

আমার স্কুল প্রজেক্ট

প্রস্তাবনা

রাজধরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সৎ, নিষ্ঠাবান, দায়িত্বশীল, সুশৃঙ্খল, জ্ঞানসমৃদ্ধ এবং কর্মমুখী জনসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে। এলাকার সাংস্কৃতিক উন্নয়নেও রাজধরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অগণিত তরুণ তরুণী তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পৌঁছাবার জন্য দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

রাজধরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে অনেকেই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত আছেন, কেউবা উচ্চশিক্ষা শেষে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছেন। তা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে যেমন রয়েছে পর্যাপ্ত ধারণার অভাব, তেমনি রয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগেরও অভাব। বিদ্যালয়ের গন্ডি পেরিয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা প্রতিটি শিক্ষার্থীই অনুভব করে। উচ্চতর শিক্ষা সম্পর্কে সঠিক তথ্যের পাশাপাশি গণিত, বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তি, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সাথে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মেলবন্ধনস্বরূপ একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন বিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত ও প্রাক্তন কৃতি শিক্ষার্থীবৃন্দ। এমন একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথম ২০১৯ সালে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী মো. আশিক রেজা বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক জনাব নীলমনি মন্ডল এর সাথে আলোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি তার ব্যাচের (এসএসসি-২০১৬) অন্য দুই শিক্ষার্থী তানভীর রানা রাব্বি ও গোলাম রাব্বি এর সাথে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরবর্তীতে তাঁরা জনাব নীলমণি মন্ডল এর সাথে পুনরায় দেখা করে তাদের কর্মপরিকল্পনা ব্যক্ত করেন এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের সহযোগিতায় নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানকক্ষে প্রথম একটি গণিত বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করেন।

এরপর থেকে জনাব নীলমণি মন্ডল এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মো. আশিক রেজা, তানভীর রানা রাব্বি ও গোলাম রাব্বি এই তিনজনের পরিচালনায় গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক বেশ কয়েকটি কর্মশালা পরিচালিত হয়।

এই ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালের ১৩ ই ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে "আমার স্কুল গণিত অলিম্পিয়াড" শিরোনামে একটি গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়। শুরু থেকেই সংগঠনের নাম মৌখিকভাবে আমার স্কুল প্রজেক্ট বলে এলেও এই অলিম্পিয়াডের মাধ্যমেই সংগঠনের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে “আমার স্কুল প্রজেক্ট” লেখা শুরু হয়। উক্ত অলিম্পিয়াডে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ২০১৬ সালের এসএসসি ব্যাচের মো. আশিক রেজা, তানভীর রানা রাব্বি, মো. জিল্লু রহমান, মোবারক হোসেন এবং ২০১৫ সালের এসএসসি ব্যাচের নিয়ন মোল্লা, পিয়াস মোল্লা ও রেজওয়ান রাব্বি। এটিই ছিল “আমার স্কুল প্রজেক্ট” কর্তৃক আয়োজিত প্রথম গণিত অলিম্পিয়াড।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষার্থীদের সার্বিক সহযোগিতায় কাজ করে যাচ্ছে আমার স্কুল প্রজেক্ট। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ শিক্ষকমণ্ডলী তথা অত্র এলাকার জনসাধারণের প্রত্যাশা “আমার স্কুল প্রজেক্ট” বিজ্ঞানমনস্ক আদর্শ জাতি গঠনে প্রাক্তন ও অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে তথ্য ও জ্ঞানের আদান-প্রদানের সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করবে। এ সংগঠনের সকল সদস্য ও কর্মীবৃন্দ সেই প্রত্যাশা পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

প্রথম অনুচ্ছেদ

(নামকরণ, ঠিকানা, প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রতীক, মূলনীতি, স্লোগান)

ধারা-১: নাম

এই সংগঠনের নাম হবে ‘‘আমার স্কুল প্রজেক্ট’’ এবং সাধারণভাবে ‘‘এএসপি’’ নামে অভিহিত করা যাবে।

ধারা-২: ঠিকানা

এই সংগঠনের ঠিকানা হবে ‘‘আমার স্কুল প্রজেক্ট, রাজধরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পোঃ বাওনাড়া, উপজেলা: বালিয়াকান্দি, জেলা: রাজবাড়ী।’’

ধারা-৩: প্রকৃতি

এই সংগঠন হবে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ও আঞ্চলিকতা বিরোধী একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান।

ধারা-৪: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আমার স্কুল প্রজেক্ট এর লক্ষ্য হবে প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে আমার স্কুল প্রজেক্ট নিম্নলিখিত র্কমসূচি/অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করবে:

১. উচ্চতর শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সম্মুখ ধারণা প্রদান করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের কর্মশালা পরিচালনা করা।

২. গণিত ও বিজ্ঞান ভীতি দূরীকরণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৩. বিজ্ঞান ও গণিতের সাম্প্রতিক বিষয়াবলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদাণ করা।

৪. গণিত ও বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৫. গণিত, বিজ্ঞান ও ভাষা সম্পর্কে দক্ষতা তৈরি করা।

৬. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিবর্গের সাথে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ তৈরিতে ভূমিকা রাখা।

৭. গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মশালা, অলিম্পিয়াড, উৎসব ও সভা সেমিনারের আয়োজন করা।

৮. ভাষা ও বিতর্ক বিষয়ক কর্মশালা ও উৎসব আয়োজন করা।

৯. মেধাবী শিক্ষার্থীদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।

১০. বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রত্যাশী এমন শিক্ষার্থীদের সাধ্যমত সহযোগিতা করা এবং তাদেরকে উৎসাহিত করতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ধারা-৫: প্রতীক

এই সংগঠনের মনোগ্রাম হবে নিম্নরূপঃ

আমার স্কুল প্রজেক্ট (এএসপি)

ধারা-৬: মূলনীতি ও স্লোগান

সংগঠনটির মূলনীতি হবে ‘‘শিক্ষা, সংযোগ, বিজ্ঞান, প্রগতি’’ এবং স্লোগান হবে ‘‘কৌতুহলী মানুষ চাই।’’

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

(সদস্যপদ, সদস্যপদের যোগ্যতা, সদস্যদের দায়িত্ব ও অধিকার, সদস্যপদ হতে অপসারণ/বহিস্কার)

ধারা-৭: সদস্যপদ

এই সংগঠনে নিম্নরূপ চার প্রকার সদস্যপদ থাকবেঃ

ক) সাধারণ সদস্য

খ) আজীবন সদস্য

গ) সম্মানিত সদস্য ও

ঘ) পৃষ্ঠপোষক সদস্য।

সদস্যপদের যোগ্যতা

(ক) সাধারণ সদস্যঃ যেকোন বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সাধারণ সদস্য পদের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

সাধারণ সদস্যপদ প্রত্যাশি ব্যক্তিগণ সংগঠনের নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে নির্ধারিত সদস্য ফরমে আবেদন করে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদন ক্রমে এই সংগঠনের সাধারণ সদস্য হতে পারবেন। প্রাথমিকভাবে সাধারণ সদস্যপদের নির্ধারিত সদস্য ফি হবে বার্ষিক ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা এবং নিবন্ধন ফি এককালীন ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা। কার্যকরী পরিষদ সময়ে সময়ে এই ফি পুনর্নির্ধারণ করতে পারবে। সাধারণ সদস্যপদ প্রতিবছর নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে নবায়ন/হালনাগাদ করতে হবে অন্যথায় সদস্যপদ স্থগিত হয়ে যাবে এবং বকেয়া সদস্যফি পরিশোধ সাপেক্ষে নিয়মিত করা যাবে।

(খ) আজীবন সদস্যঃ নূন্যতম এসএসসি পাশকৃত যেকোন ব্যক্তি সংগঠনের নির্ধারিত সদস্য ফি পরিশোধ করে নির্ধারিত সদস্য ফরমে আবেদন করে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদন ক্রমে এই সংগঠনের আজীবন সদস্য হতে পারবেন। আজীবন সদস্য ফি হবে এককালীন ৩০০ (তিনশত টাকা) টাকা, তবে কার্যকরী পরিষদ সময়ে সময়ে এই ফি পুনর্নির্ধারণ করতে পারবে। আজীবন সদস্যদের কোন বার্ষিক সদস্য ফি বা নিবন্ধন ফি আলাদা করে পরিশোধ করতে হবে না।

(গ) সম্মানিত সদস্যঃ সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে কার্যকরী পরিষদ সংগঠন, শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি সাপেক্ষে সম্মানসূচক ‘‘সম্মানিত সদস্য’’ পদ প্রদান করতে পারবে, তবে কাউকে সম্মানিত সদস্যপদ প্রদান করার সিদ্ধান্ত কার্যকরী পরিষদ ও মডারেটর বোর্ডের যৌথসভায়

গ্রহণ করতে হবে। সম্মানিত সদস্যপদের জন্য কোন সদস্য ফি থাকবে না। তবে নির্ধারিত সদস্য ফরম পূরণ করতে হবে। সম্মানিত সদস্যগণ সংগঠনের কার্যকরী পরিষদে নির্বাচিত হতে পারবেন না।

(ঘ) পৃষ্ঠপোষক সদস্যঃ নূন্যতম স্নাতক পাশকৃত ব্যক্তি যার রাষ্ট্র ও সমাজ বিরোধী কোন ধরনের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা নেই এমন ব্যক্তি এককালীন ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা সংগঠনের সাধারণ তহবিলে নিঃশর্তভাবে অনুদান প্রদান করলে কার্যকরী পরিষদ সংশ্লিষ্ট সদস্যকে তাঁর সম্মতি সাপেক্ষে পৃষ্ঠপোষক সদস্য হিসাবে তালিকাভুক্ত করতে পারবে। তবে কাউকে পৃষ্ঠপোষক সদস্যপদ প্রদান করার সিদ্ধান্ত কার্যকরী পরিষদ ও মডারেটর বোর্ডের যৌথসভায় গ্রহণ করতে হবে। পৃষ্ঠপোষক সদস্যগণ সংগঠনের কার্যকরী পরিষদে নির্বাচিত হতে পারবেন না।

ধারা-৮: সদস্যদের দায়িত্ব ও অধিকার

(ক) সাধারণ সদস্যঃ

১। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সাধ্যমত আর্থিক ও অনার্থিক সহযোগিতা প্রদান করবেন,

২। নিয়মিত মাসিক চাঁদা পরিশোধ করবেন।

৩। প্রতিবছর সদস্য ফি বাবদ কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত টাকা সংগঠনের কোষাগারে পরিশোধ করবেন।

৪। সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত চাঁদা সাধ্যমত পরিশোধ করবেন।

৫। কার্যকরীপরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

৬। সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনে ভোটাধিকার প্রদান করতে পারবেন এবং সংগঠন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কার্যকরী পরিষদের নিকট ব্যাখ্যা চাইতে পারবেন।

৭। এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র বর্ণিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকলে কার্যকরী পরিষদে নির্বাচিত হবার জন্য প্রার্থী হতে পারবেন।

(খ) আজীবন সদস্যঃ

১। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সাধ্যমত আর্থিক ও অনার্থিক সহযোগিতা প্রদান করবেন,

২। নিয়মিত মাসিক চাঁদা পরিশোধ করবেন।

৩। সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে কার্যকরীপরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত চাঁদা সাধ্যমত পরিশোধ করবেন।

৪। কার্যকরীপরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

৫। সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনে ভোটাধিকার প্রদান করতে পারবেন এবং সংগঠন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কার্যকরী পরিষদের নিকট ব্যাখ্যা চাইতে পারবেন।

৬। এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র বর্ণিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকলে কার্যকরী পরিষদে নির্বাচিত হবার জন্য প্রার্থী হতে পারবেন।

(গ) সম্মানিত সদস্য ও (ঘ) পৃষ্ঠপোষক সদস্যঃ

১। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কার্যকরীপরিষদ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সাধ্যমত আর্থিক ও অনার্থিক সহযোগিতা প্রদান করবেন,

২। সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে কার্যকরীপরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত চাঁদা সাধ্যমত পরিশোধ করবেন।

৩। কার্যকরীপরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

৪। সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনে সংগঠন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারবেন তবে সম্মানার্থে এদের ভোটাধিকার থাকবে না এবং নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

ধারা-৯: সদস্যপদ হতে অপসারণ/বহিষ্কার

কোন সদস্য সংগঠনবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী, সমাজবিরোধী কোন কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট থাকলে কার্যকরী পরিষদ অপরাধের মাত্রানুযায়ী তাকে সদস্যপদ হতে অপসারণ, সদস্যপদ সাময়িক স্থগিত বা বাতিল, স্বল্পসময়ের জন্য বহিষ্কার অথবা আজীবনের জন্য বহিষ্কার করতে পারবে। তবে বহিষ্কারের জন্য মডারেটর বোর্ডের সম্মতি প্রয়োজন হবে। কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাপ্তির পর কার্যকরী পরিষদ উপরে উল্লিখিত যে-কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করবেঃ

১। সংশ্লিষ্ট সদস্যকে ৩/৫/৭/১৫ দিনের নোটিশে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ,

২। যে-কোনো একজন মডারেটর বোর্ডের সদস্যকে সম্পৃক্ত করে ৩/৫ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন,

৩। অভিযুক্ত সদস্যের জবাব এবং তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশের আলোকে কার্যকরী পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। অভিযুক্ত সদস্য জবাব না দিলে শুধু তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সিদ্ধান্ত সদস্যের মনঃপূত না হলে তিনি লিখিতভাবে সভাপতি বরাবার আপিল করতে পারবেন। আপিল নিস্পত্তির জন্য সভাপতি ভিন্ন দুই জন মডারেটর বোর্ড সদস্যের সমন্বয়ে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি আপিল কমিটি করবেন যাঁরা এ বিষয়ে চুড়ান্ত প্রতিবেদন দেবেন, যার আলোকে কার্যকরী পরিষদ ও মডারেটর বোর্ডের যৌথসভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

(সাংগঠনিক কাঠামো ও পরিচালনা পদ্ধতি)

ধারা-১০: সাংগঠনিক কাঠামো

সংগঠন পরিচালনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো হবে নিম্নরূপঃ

ক) সাধারণ পরিষদঃ সকল আজীবন ও নিয়মিত সাধারণ সদস্যদের সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। এ পরিষদ সংগঠনের সর্বোচ্চ পরিষদ। সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম বিশেষ করে মডারেটর বোর্ড ও কার্যকরী পরিষদের ভূমিকা ও কার্যক্রম পর্যালোচিত হবে সাধারণ সভার মাধ্যমে। সাধারণ পরিষদ প্রয়োজনে অন্য কোন কমিটি যেমন ‘‘কার্যনির্বাহী পরিষদ’’/ ‘‘নিরীক্ষা কমিটি’’ ইত্যাদি গঠন করতে পারবে।

খ) কার্যকরী পরিষদঃ

এই সংগঠনের ২৩ (তেইশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী পরিষদ থাকবে। কার্যকরী পরিষদের কাঠামো হবে নিম্নরূপঃ

১। সভাপতি	১ জন
২। সহ-সভাপতি	৩ জন
৩। সাধারণ সম্পাদক	১ জন
৪। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	২ জন
৫। সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৬। সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
৭। কোষাধ্যক্ষ	১ জন
৮। সহ-কোষাধ্যক্ষ	১ জন
৯। একাডেমিক সমন্বয়ক	১ জন
১১। সহ-একাডেমিক সমন্বয়ক	১ জন
১০। অনুষ্ঠান সংগঠক	১ জন
১১। সহ-অনুষ্ঠান সংগঠক	১ জন
১২। দপ্তর সম্পাদক	১ জন
১৩। প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	১ জন
১৪। সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	১ জন
১৫। নির্বাহী সদস্য	৫ জন

কার্যকরী পরিষদ সাধারণ সভা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে গঠিত হবে। কোন কারণে কোন সদস্যের পদ শূন্য হলে (মৃত্যু, অপসারণ, বিদেশ গমন, পদত্যাগ, বহিষ্কার ইত্যাদি কারণে) কার্যকরী পরিষদ নিজেদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিয়মিত আজীবন সদস্যদের মধ্য থেকে শূন্যপদ পূরণকল্পে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যপদ শূন্য হলে জরুরি সাধারণ সভা আহ্বানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পরিষদ পুনর্গঠন করতে হবে।

গ) উপদেষ্টা পরষিদঃ কার্যকরী পরিষদকে সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য আজীবন, সম্মানিত ও পৃষ্ঠপোষক সদস্যদের মধ্য থেকে ধারা-১৮ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে।

ঘ) মডারেটর পরষিদঃ কার্যকরী পরিষদকে সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য আজীবন সদস্যদের মধ্য থেকে ধারা-২০ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট একটি মডারেটর বোর্ড থাকবে।

ঙ) প্রশক্ষিক পরষিদঃ শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ও অন্যান্য সহশিক্ষা কাযক্রমে সার্বিক সহায়তা, পরার্মশ তথা প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আজীবন সদস্যদের মধ্য থেকে ধারা-২২ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রশিক্ষক পরিষদ থাকবে।

ধারা-১১: বিভিন্ন পরিষদের সভা

সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে সাধারণ পরিষদ, কার্যকরী পরিষদ, মডারেটর পরিষদ ও প্রশিক্ষক পরিষদের নিম্নলিখিত সভা অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য যে ধারা-২৯ এ বর্ণিত জরুরি অবস্থা ছাড়া উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ আলাদা কোন সভা করতে পারবে না। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ কার্যকরী পরিষদের সভায় উপস্থিত থেকে অথবা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে তাঁদের মতামত ও পরামর্শ প্রদান করবেন। সভা আহ্বান ও আয়োজনে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা নেয়া যাবে যেমন এসএমএস, ইমেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, জুম (বা সমজাতীয় মাধ্যম) ইত্যাদি।

ক) সাধারণ সভাঃ প্রতি দুই বছরে একবার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। কার্যকরী পরিষদ এই সভার তারিখ চুড়ান্ত করবে। তবে সাধারণ সভা কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ পূর্তির পূর্বের দুই মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সভার তারিখের কমপক্ষে একমাস পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে। সভার আলোচ্যসূচি নির্ধারিত হবে কার্যকরী পরিষদের সভায়। কোন সদস্য কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য দাবি জানালে তা সাধারণ সভার নোটিশ প্রেরণের পূর্বেই কার্যকরী পরিষদকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। কোনো বিশেষ বা অনিবার্য কারণে যদি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ সভা করা না যায় তবে পরবর্তীতে মডারেটর পরিষদের সাথে আলোচনা পূর্বক যৌক্তিক সময়ের মধ্যে সাধারণ সভা করতে হবে।

খ) বিশেষ ও জরুরী সাধারণ সভাঃ কার্যকরী পরিষদ যদি মনে করে কোন জরুরি বিষয় সাধারণ পরিষদে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রয়োজন তাহলে ১৫ দিনের নোটিশে বিশেষ বা জরুরি সাধারণ সভা আহ্বান করা যাবে। তবে এরূপ সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত মডারেটর বোর্ডের সাথে আলোচনা করে গ্রহণ করতে হবে।

গ) তলবি সাধারণ সভাঃ মোট সদস্যের (নিয়মিত সাধারণ ও আজীবন) ৩০% বা তার বেশি সদস্য লিখিতভাবে কোন কারণে সাধারণ সভা আহ্বানের দাবি জানালে কার্যকরী পরিষদ নূন্যতম ০৭ (সাত) দিনের বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণ সভা আহবান করবেন। যদি কার্যকরী পরিষদ তলবি সভার আবেদনে সাড়া না দেয় কিংবা নির্ধারিত তারিখে সভা আহ্বানের অপারগ হয়, তবে ন্যূনতম সাত দিনের বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণ সম্পাদককে অবহিত করে তলবকারীগণ উক্ত সভার আয়োজন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে তলবি সভা আহ্বানের কারণ, উদ্দেশ্য, সুনির্দিষ্টভাবে নোটিশে উল্লেখ থাকতে হবে এবং সকল আহ্বানকারীগণকে তাতে স্বাক্ষর করতে হবে।

ঘ) কার্যকরী পরিষদের সভাঃ সাধারণভাবে প্রতি দুইমাসে একবার কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে, বছরে অন্তত ছয়টি সভা আয়োজন করতে হবে। প্রয়োজনবোধে এসময়ে একাধিকবার এ সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে। উপদেষ্টা পরিষদের উপস্থিতি প্রয়োজন মনে করলে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কার্যকরী পরিষদের সভায় তাঁদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করবেন; এরূপ সভা যৌথসভা হিসেবে বিবেচিত হবে। কার্যকরী পরিষদ, মডারেটর পরিষদ ও প্রশিক্ষক পরিষদের সাথে বছরে অন্তত দুইটি যৌথ সভার আয়োজন করবে। সাধারণত সভাপতির সাথে আলোচনা করে সাধারণ সম্পাদক কার্যকরী পরিষদের সভা আহ্বান করবেন, তবে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক উদ্দেশ্যমূলকভাবে দীর্ঘদিন সভা আহ্বান না করলে বা কোন কারনে সভা আহ্বান করতে ব্যর্থ হলে কার্যকরী পরিষদের যে-কোনো সদস্য মডারেটরবৃন্দের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে সভা আহ্বান করতে পারবেন।

ঙ) মডারেটর পরিষদের সভাঃ সাধারণভাবে প্রতি চারমাসে একবার মডারেটর পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে, বছরে অন্তত তিনটি সভা আয়োজন করতে হবে। পরিষদের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য সভার সভাপতিত্ব করবেন।

চ) প্রশক্ষিক পরিষদের সভাঃ সাধারণভাবে প্রতি দুইমাসে একবার প্রশিক্ষক পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে, বছরে অন্তত ছয়টি সভা আয়োজন করতে হবে। প্রয়োজনবোধে এসময়ে একাধিকবার এ সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে প্রশিক্ষক পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং সভাপতি উক্ত সভার সভাপতিত্ব করবেন। সাধারণত সভাপতির সাথে আলোচনা করে সাধারণ সম্পাদক প্রশিক্ষক পরিষদের সভা আহ্বান করবেন, তবে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক উদ্দেশ্যমূলকভাবে দীর্ঘদিন সভা আহ্বান না করলে বা কোন কারনে সভা আহ্বান করতে ব্যর্থ হলে প্রশিক্ষক পরিষদের যে-কোনো সদস্য মডারেটর বোর্ড সদস্যবৃন্দের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে সভা আহ্বান করতে পারবেন।

ধারা-১২: কোরাম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ক) সাধারণ সভার কোরাম হবে নিয়মিত সাধারণ ও আজীবন সদস্যদের মোট সংখ্যার কমপক্ষে এক তৃতিয়াংশ। উল্লেখ্য সাধারণ সভার কোরাম হিসাবকালে সাধারণ সভা শুরুর পূর্বদিন পর্যন্ত সদস্যসংখ্যা হিসাব করতে হবে। বিশেষ/জরুরি/তলবি সাধারণ সভার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সাধারণ সভার সময় পর্যন্ত সদস্যসংখ্যা অনুযায়ী কোরাম হিসাব করতে হবে।

খ) কার্যকরী পরিষদের সভার কোরাম হবে মোট সদস্যের কমপক্ষে অর্ধেক। কার্যকরী পরিষদের আহুত সভা কোরাম সংকটের কারণে অনুষ্ঠিত না হলে উপস্থিত সদস্যগণ রেজুলেশন খাতায় তা উল্লেখ করে সভা মুলতুবি ঘোষণা করবেন এবং মুলতুবি সভার তারিখ ঘোষণা করবেন। ঘোষিত তারিখে মুলতুবি সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং মুলতুবি সভার জন্য কোন কোরাম প্রয়োজন হবে না।

গ) যে-কোনো পরিষদের সভায় সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তবে গঠনতন্ত্র ও সংগঠনের বিলুপ্তি বিষয়ক যে-কোনো সিদ্ধান্ত উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের সম্মতিতে গৃহীত হবে। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয়ে সমতা পরিস্থিতি তৈরী হলে সভাপতি তার কাস্টিং ভোট প্রদান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন তবে, তা সভাপতির ইচ্ছাধীন হবে এবং তিনি মনে করলে কাস্টিং ভোট প্রদান না করে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তটি পরবর্তী সভার জন্য মুলতুবি করতে পারবেন।

ধারা-১৩: কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ

১। কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ হবে সাধারণত দুই বছর।
২। কোন জরুরি অবস্থা বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের কারণে যথাসময়ে কার্যকরী পরিষদ গঠন করা সম্ভব না হলে অর্থাৎ সাধারণ সভা করা না গেলে কার্যকরী পরিষদ বোর্ড সদস্যদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে পরিষদের মেয়াদ সর্বোচ্চ এক মাস বর্ধিত করতে পারবে। এরূপভাবে কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ বর্ধিতকরণে পরবর্তী কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ বর্ধিত সময় পরিমান কম হবে।
৩। জরুরি অবস্থায় গঠিত যে-কোনো আহ্বায়ক/এডহক কমিটির (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) মেয়াদ হবে পরবর্তী সাধারণ সভা পর্যন্ত।

ধারা-১৪: কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন পদ্ধতি

কার্যকরী পরিষদ গঠিত হবে নিম্নলিখিত যে কোন একটি পদ্ধতিতে। তবে কোন পদ্ধতিতে কার্যকরী পরিষদ গঠিত হবে তা নির্ধারিত হবে কার্যকরী পরিষদ ও মডারোটর বোর্ডের যৌথ সভায়।

১। সাবজেক্ট কমিটি গঠনের মাধ্যমেঃ নতুন কার্যকরী পরিষদ গঠনকল্পে চলতি কার্যকরী পরিষদ তাদের মেয়াদ শেষ হবার কমপক্ষে এক মাস পূর্বে তিনজন মডারেটর, সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক এবং কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের মধ্য হতে একজন মোট সাত সদস্যবিশিষ্ট সাবজেক্ট কমিটি গঠন করবে। সাবজেক্ট কমিটি কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই পরবর্তী মেয়াদের জন্য কার্যকরী পরিষদ প্রস্তাব

করবে যা বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। প্রস্তাবিত কার্যকরী পরিষদ সাধারণ সভায় অনুমোদন না হলে, সাবজেক্ট কমিটির মডারেটর বোর্ড সদস্যগণ তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা পালন করবেন এবং সাধারণত সংখ্যাগরিষ্টতার মাধ্যমে প্রস্তাব ও সমর্থন পদ্ধতিতে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও একাডেমিক সমন্বয়ক নির্বাচন করবেন। তারপর এই পাঁচজন, বিদায়ী কার্যকরী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং মডারেটরত্রয়ের সাথে যৌথভাবে পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী পরিষদ গঠন করে তা অনুমোদনের জন্য সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

২। নির্বাচনের মাধ্যমেঃ নতুন কার্যকরী পরিষদ গঠনকল্পে চলতি কার্যকরী পরিষদ তাদের যে সভায় বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ নির্ধারণ করবে সেই একই সভায় শুধুমাত্র মডারেটর বোর্ড সদস্যদের সমন্বয়ে একজনকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করবে। সাধারণ সভার নোটিশের সাথে নির্বাচনী তফশিল ঘোষণা করতে হবে এবং নির্ধারিত মনোনয়ন ফরম প্রদান করতে হবে। নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীদেরকে নির্বাচনি তফশিল অনুযায়ী প্রার্থীতা ঘোষণা করতে হবে। বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বের দিন প্রার্থী ও ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে। নির্বাচন কমিশন কার্যকরী পরিষদের সহায়তায় নির্বাচন কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন। উল্লেখ্য যে, কোন পদে প্রার্থী না থাকলে নির্বাচন কমিশন অন্যান্য পদে নির্বাচিত প্রার্থী এবং বিদায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে পূর্নাঙ্গ কার্যকরী পরিষদ গঠন করবেন এবং তা সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করবেন। ক্ষেত্র বিশেষে সাবজেক্ট কমিটি বা নির্বাচন কমিশন আংশিক কমিটি ঘোষণা করে পরে পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ করতে পারবেন।

৩। কাউকে কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, সহ-কোষাধ্যক্ষ ও একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর পদে নির্বাচিত/বিবেচিত হতে হলে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নূন্যতম এইচএসসি/সমমান উত্তীর্ণ হতে হবে এবং অন্যান্য পদের জন্য কমপক্ষে এসএসসি/সমমান উত্তীর্ণ হতে হবে।

৪। কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ অবশ্যই আজীবন সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত বা মনোনীত হবে।

ধারা-১৫: কার্যকরী পরিষদের বিলুপ্তি

কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ শেষ হলে (যদি নিয়ম অনুযায়ী বর্ধিত না করা হয়), অর্ধেকের বেশি সদস্যপদ কোন কারনে শূন্য হলে এবং তা কো-অপ্ট করে পূরণ করা সম্ভব না হলে বা কার্যকরী পরিষদের অপরাপর সদস্য কো-অপ্ট করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হলে কার্যকরী পরিষদ বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে। বিলুপ্ত কার্যকরী পরিষদের অবশিষ্ট সদস্যগণ পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণার পূর্বে মডারেটরবৃন্দের সাথে আলোচনা করে জরুরি সাধারণ সভা আহ্বান করবেন এবং জরুরি সাধারণ সভার মাধ্যমে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবেন। আহ্বায়ক কমিটি মেয়াদ ও কর্মপরিধি সাধারণ সভায় নির্ধারিত হবে।

ধারা-১৬: কার্যকরী পরিষদের সাধারণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা

১। কার্যকরী পরিষদ সংগঠন পরিচালনার নিমিত্তে গঠনতন্ত্রের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

২। কার্যকরী পরিষদ সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে।

৩। কার্যকরী পরিষদ সংগঠনের প্রয়োজনে সকল খরচ নির্বাহ করতে পারবে যা পরবর্তী সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৪। পরপর তিনটি সভায় কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্য অনুপস্থিত থাকলে তাঁর কার্যকরী পরিষদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। তবে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ০৭ (সাত) দিনের সময় দিয়ে নোটিশ প্রদান করা হবে। উক্ত সাত দিনের মধ্যে যদি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেন তাহলে কার্যকরী পরিষদ ইচ্ছা করলে তার কার্যকরী সদস্যপদ বহাল রাখতে পারবে।

৫। কার্যকরী পরিষদ বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে; এরূপ উপকমিটি একজন সহ-সভাপতি অথবা একজন নির্বাহী সদস্যকে আহ্বায়ক করে এবং যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক বা সংশ্লিষ্ট (যতদূর সম্ভব) বিষয়ের সম্পাদককে সদস্য সচিব করে ৭/৯/১১ সদস্যবিশিষ্ট হবে। উপকমিটিতে নির্বাহী পরিষদের বাইরে আজীবন ও সাধারণ সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

৬। সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য নির্বাহীগণ তাঁদের কার্যক্রমের জন্য কার্যকরী পরিষদের নিকট এককভাবে ও যৌথভাবে দায়ী থাকবেন এবং কার্যকরী পরিষদ সাধারণ পরিষদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

৭। সংগঠনের জন্য নতুন সদস্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনুমোদন করবে।

৮। বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন, বার্ষিক হিসাবের বিবরণী প্রণয়ন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ, বার্ষিক বাজেট প্রস্তাব প্রণয়ন এবং গঠনতন্ত্র সংশোধন (যদি থাকে) প্রস্তাব করবে।

৯। সংগঠনের সদস্যদের জন্য রেজিষ্টার সংরক্ষণ এবং অন্যান্য হিসাবের খাতাপত্র হালনাগাদ রাখবে।

১০। সাধারণ সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা, কার্যকরী পরিষদের সভার কার্যবিবরণী রেকর্ড করা এবং তাতে উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর গ্রহণ করে সংরক্ষণ করবে।

১১। নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক দলের নিকট হিসাব বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট বইপত্র, ভাউচার ইত্যাদি পেশ করবে।

১২। গঠনতন্ত্রে বর্ণিত ও পরবর্তী সংশোধিত/পরিবর্তিত এবং সময়ে সময়ে কার্যকরী পরিষদের সভায় বা সংগঠনের অন্য কোন সভায় কার্যকরী পরিষদের যে সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেয়া আছে/দেয়া হবে তা কার্যকরী পরিষদ বাস্তবায়ন করতে/ব্যবহার/প্রয়োগ করতে পারবে।

ধারা-১৭: কার্যকরী পরিষদের নির্বাহীদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

(১) সভাপতিঃ

১। সংগঠনের গঠনতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করবেন এবং সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন,

২। সংগঠনের সকল কার্যাবলী তিনি আনুষ্ঠানিক অনুমোদন করবেন,

৩। সংগঠনের পক্ষে লিখিত সকল কাগজপত্রে স্বাক্ষর করবেন এবং প্রয়োজনে বিবৃতি দেবেন,

৪। তিনি সময়ে সময়ে সাধারণ সম্পাদককে বিভিন্ন সভা আহ্বায়নের জন্য অনুরোধ জানাবেন,

৫। সংগঠনের কোন বির্তকমূলক বিষয়ে কোন পরিষদের সভায় দুই পক্ষের সমান সংখ্যক ভোট হলে সভাপতি একটি নির্ণায়ক ভোট দিতে পারবেন,

৬। সংগঠনের আয় ব্যয় হিসাব ও বার্ষিক উদ্বৃত্তপত্র সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথ স্বাক্ষরে অনুমোদন করবেন এবং

৭। কোন জরুরি বিষয়ে সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনা পূর্বক কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠান ছাড়াই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন, তবে তা পরবর্তী কার্যকরী পরিষদের সভায় অবহিত করবেন। এরূপ কোন সিদ্ধান্তের জন্য সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার দায়দায়িত্ব সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে বহন করতে হবে।

(২) সহ-সভাপতিঃ

১। সভাপতির সর্বপ্রকার কাজে তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করবেন এবং

২। সভাপতির অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন এবং সভাপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

(৩) সাধারণ সম্পাদকঃ

১। সভাপতির সাথে আলোচনা করে সকল সভা আহবান করবেন,

২। সংগঠনের গঠনতন্ত্রের আলোকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল করার নিমিত্তে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করবেন এবং কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের সহায়তায় তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন,

৩। সংগঠনের আয় ব্যয়ের হিসাব ও বার্ষিক উদ্বৃত্তপত্র সভাপতির সাথে যৌথ স্বাক্ষরে অনুমোদন করবেন,

৪। সংগঠনের পক্ষে সকল দলিলপত্র সম্পাদন করবেন,

৫। কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রণী ভুমিকা পালন করবেন,

৬। সংগঠনের কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে তিনি অন্যান্য নির্বাহীদের কাজের তদারকি ও সমন্বয় করবেন,

৭। বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের বার্ষিক বিবরণী উপস্থাপন করবেন এবং

৮। কোন জরুরি বিষয়ে সভাপতির সাথে আলোচনা পূর্বক কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠান ছাড়াই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন, তবে তা পরবর্তী কার্যকরী পরিষদের সভায় অবহিত করবেন। এরূপ কোন সিদ্ধান্তের জন্য সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার দায়দায়িত্ব সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে বহন করতে হবে।

(৪) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকঃ

১। সাধারণ সম্পাদককে সর্বপ্রকার কাজে তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করবেন এবং

২। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন ও সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

(৫) সাংগঠনিক সম্পাদকঃ

১। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন।

২। সংগঠনের ভিত মজবুত রাখতে সকল সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ও নতুন সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম সরাসরি তত্ত্বাবধান করবেন।

৩। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(৬) সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকঃ

১। সাংগঠনিক সম্পাদককে সর্বপ্রকার কাজে তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করবেন এবং

২। সাংগঠনিক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন ও সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

৩। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(৭) কোষাধ্যক্ষঃ

১। সংগঠনের সকল আর্থিক হিসাব লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করবেন,

২। মাসিক চাঁদা আদায় ও লিপিবদ্ধ করবেন,

৩। বার্ষিক ভিত্তিতে সংগঠনের আয়ব্যয়ের হিসাব তৈরী করবেন,

৪। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন,

৫। সকল প্রকার ব্যয়ের ভাউচারে প্রয়োজন অনুসারে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক অথবা যৌথ অনুমোদন নিবেন,

৬। বার্ষিক সাধারণ সভায় আয়ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব উপস্থাপন করবেন এবং

৭। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(৮) সহ-কোষাধ্যক্ষঃ

১। কোষাধ্যক্ষকে সর্বপ্রকার কাজে তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করবেন এবং

২। কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন ও সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

৩। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(৯) একাডেমিক সমন্বয়কঃ

১। সংগঠনের সকল একাডেমিক কাজের মধ্যে সমন্বয় করবেন।

২। সংগঠন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মশালার মধ্যে সমন্বয় করবেন।

২। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন।

৩। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(১০) সহ-একাডেমিক সমন্বয়কঃ

১। একাডেমিক সমন্বয়ককে সর্বপ্রকার কাজে তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করবেন এবং

২। একাডেমিক সমন্বয়কের অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন ও সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

৩। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(১১) অনুষ্ঠান সংগঠকঃ

১। কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গ্রহীত যে কোন অনুষ্ঠান আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন।

২। সংগঠন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার, অলিম্পিয়াড ও অনুষ্ঠান বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন।

৩। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন।

৪। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(১২) সহ-অনুষ্ঠান সংগঠকঃ

১। অনুষ্ঠান সংগঠককে সর্বপ্রকার কাজে তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করবেন এবং

২। অনুষ্ঠান সংগঠকের অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন ও সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

৩। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(১৩) দপ্তর সম্পাদকঃ

১। সংগঠনের সকল দাপ্তরিক কাজকর্মে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন।

২। সকল সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন এবং হিসাব বহি ছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতা, রেজিস্টার ইত্যাদি সংরক্ষণ করবেন।

৩। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন।

৪। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(১৪) প্রচার ও প্রকাশনা এবং সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকঃ

১। সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচি, সভা ইত্যাদি প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

২। সংগঠন কর্তৃক সকল প্রকাশনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন।

২। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশনায় সংগঠনের সকল প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন।

৪। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(১৫) কার্যনির্বাহী সদস্যঃ

১। সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ বা সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন,

২। কার্যকরী পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষকে সক্রিয় সহায়তা প্রদান করবেন এবং

৩। প্রয়োজনে বিভিন্ন উপকমিটিতে দায়িত্ব পালন করবেন।

৪। সভাপতি ও সহ-সভাপতিবৃন্দের অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে সভাপতি দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-১৮: উপদেষ্টা পরিষদের গঠন, দায়িত্ব ও ক্ষমতা

কার্যকরী পরিষদ তাদের প্রথম সভায় বিদায়ি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং মডারেটরবৃন্দের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। তবে কার্যকরী পরিষদ তাদের মেয়াদকালের মধ্যেও উপদেষ্টা পরিষদের প্রয়োজনীয় সংযোজন করতে পারবেন। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক মনোনীত উপদেষ্টাদের সম্মতি গ্রহণ করবেন। সাধারণ পরিষদ চাইলে সেখানেও উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হতে পারবে।

১। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নির্বাচনের সময় সংগঠনের প্রতি অঙ্গীকার, অবদান, বয়স, অবস্থান, কার্যকরী পরিষদে অথবা অন্যান্য উপকমিটিতে দায়িত্বপালনের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে।

২। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ সংগঠনের অভিভাবক হিসেবে সম্মানিত হবেন।

৩। কার্যকরী পরিষদের সভায় নিমন্ত্রণক্রমে উপস্থিত থাকতে পারবেন, মতামত/পরামর্শ দিতে পারবেন, তবে তাঁদের ভোটাধিকার থাকবে না।

৪। কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন উপকমিটিতে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এবং

৫। গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-১৯: মডারেটর পরিষদের মেয়াদঃ

মডারেটর পরিষদের মেয়াদ হবে সাধারণত দুই বছর।

ধারা-২০: মডারেটর পরিষদের নির্বাচন পদ্ধতিঃ

সাধারণত সাবজেক্ট কমিটি গঠনের মাধ্যমে মডারেটর পরিষদ গঠিত হবে। নতুন মডারেটর পরিষদ গঠনকল্পে চলতি কার্যকরী পরিষদ তাদের মেয়াদ শেষ হবার কমপক্ষে এক মাস পূর্বে তিনজন মডারেটর, সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক এবং কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের মধ্য হতে একজন মোট সাত সদস্যবিশিষ্ট সাবজেক্ট কমিটি গঠন করবে। সাবজেক্ট কমিটি কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই পরবর্তী মেয়াদের জন্য কার্যকরী পরিষদ প্রস্তাব করবে যা বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। সাধারণ সভা প্রয়োজনে সাবজেক্ট কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত মডারেটর পরিষদের সদস্য সংযোজন বিয়োজন করতে পারবে।

ধারা-২১: মডারেটর পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতাঃ

মডারেটর পরিষদের সদস্যগণ সংগঠনের অভিভাবক হিসেবে সম্মানিত হবেন। এছাড়াও,

১। সংগঠনের যেকোন সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

২। সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

৩। কার্যকরী পরিষদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা পূর্বক কার্যকরী পরিষদকে পরামর্শ/ মতামত পেশ করবেন।

৪। বিভিন্ন উপ কমিটিতে দায়িত্ব পালন করবেন।

৫। সংগঠনের নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখবেন।

৬। গঠনতন্ত্রের অন্যান্য ধারায় উল্লেখিত দায় দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-২২: প্রশিক্ষক পরিষদের গঠন, দায়িত্ব ও ক্ষমতা

সংগঠনের সকল প্রশিক্ষকবৃন্দ নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হবে। প্রশিক্ষক পরিষদের নির্দিষ্ট কোনো মেয়াদ থাকবে না। তবে কার্ষকরী পরিষদ সময়ে সময়ে প্রশিক্ষকবৃন্দের তালিকা হালনাগাদ করবে।

প্রশিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা ও নিয়োগ প্রক্রিয়া:

১। তাকে অবশ্যই সংগঠনের আজীবন সদস্য হতে হবে।

২। উক্ত আজীবন সদস্যের প্রশিক্ষণ প্রদানের যোগ্যতা, নির্দিষ্ট বিষয়ে তার একাডেমিক যোগ্যতা, উপস্থাপণ ভঙ্গি ও সংশ্লিষ্ট সকল যোগ্যতা থাকতে হবে। কার্যকরী পরিষদ প্রশিক্ষণ হতে আগ্রহী ব্যক্তিদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য ডেমো প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।

৩। প্রশিক্ষক ডেমো পরিচালিত হবে নূন্যতম একজন মডারেটরের উপস্থিতিতে প্রশিক্ষকবৃন্দ দ্বারা।

৪। প্রশিক্ষক ডেমোতে প্রার্থীর যোগ্যতা যাচাই পূর্বক উপস্থিত মডারেটরবৃন্দ এবং প্রশিক্ষকগণ সম্মিলিতভাবে চূড়ান্ত নিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবেন।

৫। একজন প্রশিক্ষককে বছরে নূন্যতম ৩ (তিন) টি প্রশিক্ষণ ক্লাস পরিচালনা করতে হবে।

ধারা-২৩: সংগঠনের সীলমোহর

সংগঠনের একটি অফিসিয়াল সিলমোহর থাকবে যা সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে থাকবে। এছাড়াও প্রয়োজনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ আলাদা সিলমোহর ব্যবহার করতে পারবেন।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

(আর্থিক বিষয়াদি পরিচালনা, নিরীক্ষা)

ধারা-২৪: অর্থের উৎস ও ব্যবহার

এই সংগঠনের অর্থের উৎস হবে নিম্নরূপঃ

১। সদস্য ফি

২। মাসিক চাঁদা

৩। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন ফি

৪। সদস্যদের ধার্যকৃত বিশেষ চাঁদা

৫। সদস্য, মডারেটর, উপদেষ্টা ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রদত্ত অনুদান

৬। সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুদান

৭। বাংক/বিনিয়োগ হতে আয়

৮। বিভিন্ন প্রকাশনায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ বাবদ আয়

৯। বিবিধ

এই সংগঠনের আয় নিম্নরূপ কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যয় করা যাবেঃ

১। সংগঠনের দৈনন্দিন ব্যয়

২। বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার ও অলিম্পিয়াড আয়োজনে ব্যয়,

৩। অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যয়

৪। বিভিন্ন পরিষদের সভা আয়োজন বাবদ ব্যয়

৫। বিবিধ

সকল অজীবন সদস্য মাসিক ৩০ (ত্রিশ) টাকা হারে নিয়মিত মাসিক চাঁদা পরিশোধ করবেন এবং সকল সাধারণ সদস্য মাসিক ১৫ (পনের) টাকা হারে নিয়মিত মাসিক চাঁদা পরিশোধ করবেন।

বিভিন্ন ধরনের তহবিল গঠন করা যাবে তবে উল্লেখ থাকে যে সাধারণ সদস্য ফি, আজীবন সদস্য ফি, পৃষ্ঠপোষকদের প্রদত্ত এককালীন অনুদান অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ব্যয় অযোগ্য ঘোষিত কোন তহবিল কোনক্রমেই সংগঠনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়া অন্য কোনখাতে ব্যয় করা যাবেনা। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্রকাশনায় বিজ্ঞাপন বাবদ প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত অর্থ (প্রকাশনার খরচ বাদে), স্থায়ী আমানতের অর্জিত মুনাফা সাধারণ তহবিল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। সংগঠনের নামে কোন জমি/ফ্লাট ক্রয় বা অবকাঠামো নির্মাণের সিদ্ধান্ত অবশ্যই সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

ধারা-২৫: হিসাব বহিসমূহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

১। হিসাব পরিচালনার সুবিধার্থে কোষাধ্যক্ষ অবশ্যই প্রয়োজন মত হিসাব বহিসমূহ যেমন দুই ঘরা নগদান বহি, আয় ও ব্যয় রেজিস্টার ইত্যাদি সংরক্ষণ করবেন এবং তাতে সকল আয়ব্যয় যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করবেন।

২। প্রতিটি ব্যয়ের অনুমোদিত ভাউচার পরবর্তী নিরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে।

৩। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এককভাবে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের ভাউচার অনুমোদন করতে পারবেন। দুই জন যৌথভাবে ২০ (বিশ) কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের ভাউচার অনুমোদন করতে পারবেন। ব্যয়ের পরিমান এর বেশি হলে তা কার্যকরী পরিষদের সভায় অনুমোদিত হবে। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদ অনুমোদিত কোন অনুষ্ঠান আয়োজন ব্যয় প্রয়োজন অনুযায়ী সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক করতে পারবেন। অনুষ্ঠান শেষে কোষাধ্যক্ষের নিকট সকল ব্যয় বিবরণী জমা দেবেন এবং কোষাধ্যক্ষ কার্যকরী পরিষদের সভায় তা উপস্থাপন করবেন।

ধারা-২৬: ব্যাংক হিসাব পরিচালনা

১। সংগঠনের নামে বাংলাদেশের যে-কোনো তপশিলি ব্যাংকে হিসাব খোলা যাবে ।

২। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এর মধ্যে সভাপতিসহ যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

৩। সংগঠনের আর্থিক লেনদেন যতদূর সম্ভব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

৪। সংগঠনের স্বার্থে পর্যাপ্ত তহবিল থাকলে ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয়পত্র, স্থায়ী আমানত প্রভৃতি স্বীকৃত খাতে বিনিয়োগ করা যাবে, তবে এরূপ বিনিয়োগ অবশ্যই কার্যকরী পরিষদের সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

ধারা-২৭: হিসাব নিরীক্ষা

সংগঠনের সকল আয়ব্যয়ের হিসাব বছরে অন্তত একবার আভ্যন্তরীণ অথবা বহি-নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করাতে হবে।

ধারা-২৮: নিরীক্ষা কমিটির গঠন, দায়িত্ব ও ক্ষমতা

১। সংগঠনের সকল প্রকার হিসাব নিরীক্ষার জন্য মডারেটর বোর্ড সদস্য ও সিনিয়র সদস্যদের সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট (একজন কার্যকরী পরিষদ হতে, বাকি দুই জন মডারেটর বোর্ড থেকে) একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি প্রয়োজন অনুসারে সাধারণ পরিষদ অথবা কার্যকরী পরিষদের সভায় নির্বাচিত হবেন এবং এ কমিটির প্রধান হবেন মডারেটর বোর্ড সদস্য।

২। নিরীক্ষা কমিটির মেয়াদ হবে সাধারণভাবে ০১ (এক) বছর, তবে প্রয়োজনে কার্যকরী পরিষদ এর মেয়াদ পুনর্নির্ধারণ করতে পারবে বা পুনর্গঠন করতে পারবে।

৩। নিরীক্ষা কমিটি প্রতি তিন মাস পর পর প্রয়োজন মনে করলে হিসাব নিরীক্ষা করতে পারবে এবং কার্যকরী পরিষদ তাঁদের কাজে সহযোগিতা করবে, তবে নিরীক্ষা কমিটি বছরের শেষে অবশ্যই সংগঠনের সকল হিসাব নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রদান করবে।

৪। নিরীক্ষা কমিটি তাঁদের ত্রৈমাসিক নিরীক্ষা রিপোর্ট (যদি থাকে) সভাপতির মাধ্যমে কার্যকরী পরিষদে পেশ করবে এবং বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

৫। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটিকে কোন সম্মানী প্রদান করা হবে না।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

(জরুরি অবস্থা, গঠনতন্ত্র, সংজ্ঞা)

ধারা-২৯: জরুরি অবস্থা

কোন কারণে কোন সাধারণ/আজীবন সদস্য যদি মনে করেন যে কার্যকরী পরিষদের বা সংগঠন পরিচালনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তবে তিনি মডারেটর বোর্ডের জ্যেষ্ঠ সদস্যকে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাবেন। এরূপ অনুরোধপ্রাপ্ত হয়ে বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সংশ্লিষ্ট মডারেটর, মডারেটর বোর্ড ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভা আহ্বান করবেন। এ সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যদি অচলাবস্থার ব্যাপারে একমত হন তাহলে তাঁরা সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে জরুরি সাধারণ সভা আহ্বান করার জন্য নির্দেশনা দিতে পারবেন। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে যদি পাওয়া না যায় অথবা নির্দেশনা প্রদানের ১৫ দিনের মধ্যে যদি তাঁরা জরুরি সাধারণ সভা আহ্বান না করেন তাহলে মডারেটর বোর্ড তাঁদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় নিজেরা জরুরি সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ৭ দিনের নোটিশ প্রযোজ্য হবে। সাধারণ সভায় জরুরি সাধারণ সভার কারণ ব্যাখ্যা করে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে উপস্থিত সদস্যদের মতামত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এবং নতুন কার্যকরী পরিষদ/আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হবে।

ধারা-৩০: গঠনতন্ত্র

ক) গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপধারা সংশোধন/সংযোজন/বিয়োজন/পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে কার্যকরী পরিষদ সাধারণ সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করবে এবং এরূপ পরিবর্তনের নিমিত্তে অবশ্যই সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখ থাকতে হবে। কার্যকরী পরিষদের বাইরে কেউ গঠনতন্ত্র সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব লিখিতভাবে কার্যকরী পরিষদকে অবহিত করবেন এবং কার্যকরী পরিষদ তা যুক্তিযুক্ত মনে করলে সাধারণ সভায় সেটি উত্থাপন করবে। উল্লেখ্য যে, কার্যকরী পরিষদ গঠনতন্ত্র সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব সাধারণ সভায় উত্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে অবশ্যই মডারেটর বোর্ড সদস্যবৃন্দের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

খ) গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপধারার ব্যাখ্যায় কোনরূপ মতভেদ দেখা দিলে কার্যকরী পরিষদ মডারেটরবৃন্দের মধ্য হতে একজন এবং সম্ভব হলে গঠনতন্ত্র প্রণয়নের সাথে জড়িত দুইজন সদস্য সমন্বয়ে একটি উপকমিটি গঠন করবে এবং তাঁদের প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা-৩১: সংগঠনের বিলুপ্তি

সংগঠনের শতকরা ৮০ ভাগ সদস্য যদি লিখিতভাবে সংগঠনের বিলুপ্তি কামনা করেন, তাহলে কার্যকরী পরিষদ সাধারণ সভা আহ্বান করবেন এবং সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সংগঠন বিলুপ্ত হবে। সংগঠন বিলুপ্ত হবার সময় সংগঠনের কোন দায় থাকলে তা সদস্যগণ সমান ভাবে পরিশোধ করবেন, তবে কোন সম্পদ থাকলে তা রাজধরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুকূলে ন্যস্ত হবে।

ধারা-৩২: সংজ্ঞাসমুহ

এই গঠনতন্ত্রের অন্য কোথাও ভিন্নরূপ কোন অর্থ বর্ণিত না থাকলেঃ

ক) সংগঠন বলতে ‘‘আমার স্কুল প্রজেক্ট’’ কে বোঝাবে।

গ) কার্যকরী/কার্যনির্বাহী কমিটি বলতে আমার স্কুল প্রজেক্ট এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত/নির্বাচিত কমিটিকে বোঝাবে।

ধারা-৩৩: বিবিধ

এই গঠনতন্ত্রে ০৫ (পাঁচ) টি অনুচ্ছেদ, ৩৩টি ধারা আছে।